



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক  
প্রধান কার্যালয়  
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।  
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।  
ই-মেইলঃ dgmbcbd@krishibank.org.bd



নং- প্রকা/শানিব্যাউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৫৯১

তারিখঃ ০২ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ  
১৭ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

**বিষয়ঃ কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় প্রসঙ্গে।**

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় শাখাকে ঋণ আদায়ের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনগ্রহ দেখা দেয়। তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

**০২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা**

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ**

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।
- দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।
- কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা যেতে পারে।
- কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

**০৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি**

- তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা (সোলেনামা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগকে জানাতে হবে;
- সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token money প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণসহ সকল কৃষি ঋণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে।
- কৃষি ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সভা-সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;

চলমান পাতা-০২

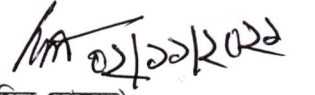
- ঙ. অনাদায়ী ঋণগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজে কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ/নতুন ঋণ প্রদান/পুনঃতফসীল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং
- ছ) নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

০৫। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতাঃ

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে এবং ঋণ আদায়ে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশ বোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

০৬। উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক জারীকৃত “২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি” এর অনুচ্ছেদ নং- ১১.০০ এবং ১২.০০ প্রযোজ্য।

০৭। উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।



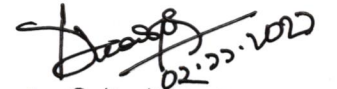
(জামিল হোসেন)  
সহকারী মহাব্যবস্থাপক  
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

নং- প্রকা/শানিব্যুডিবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৫৯১

তারিখঃ ০২ নভেম্বর ২০২১

শ্রিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর (স্টাফ কলেজসহ), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলো।
- ০৬। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৯। নথি।



(ওয়ালি-উল-ইসলাম)  
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা